রদ্দে কাদিয়ানী

(মাওলানা) শাহ্‌মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহীদ

প্রকাশকঃ

❑ **(মাওলানা) শাহ্ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ**
ডাবল টাইটেল (হাদীস ও ফিক্‌হ)

❑ **(মাওলানা) শাহ্ মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ**
(হাদীস ও দাওরায়ে হাদীস)

ও

❑ **শাহ্ মুহাম্মদ শরীয়াতুল্লাহ**
পোঃ দুধল মাদ্রাসাহ
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

মূদ্রণকালঃ ১৯৯৯ইং

কম্পোজঃ মোহাঃ শাহ্‌জাদা সাহেব
ও
মুহাঃ নেছার উদ্দীন সাহেব
কম্পিউটার জোন (অংকন)
হাসপাতাল রোড, বরিশাল।

হাদিয়াঃ ১০/- টাকা

নুসরাতে
পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষার্থীবৃন্দ

ভূমিকাঃ

ওয়ারেছে আম্বিয়া, হাফেজে হাদীস, বাহরুল উলূম, পীরে কামেল ও কামেউল বিদয়াত, আল্লামা হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী দুধলী (রহঃ) এর নিকট নবুয়তির মিথ্যা দাবীদার মির্যা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি উত্তর দিয়াছিলেন।

"গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী নবুয়তের দাবী করে সে আস্তা মিথ্যুক, সে নবী নহে। নবী হওয়া তো দূরের কথা সে শরীয়াত মোতাবেক আলেমও ছিল না সে ধর্মজ্ঞানে জাহেল বা অজ্ঞ ব্যক্তি ছিল। গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী সুরায় আহজাবের

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين
و كان الله بكل شئ عليما ❋

অত্র আয়াতের যে অর্থ করিয়াছে উহা ভুল।

বিশ্ব নবী (সঃ) যে অর্থ করিয়াছেন ও এ বিষয় যে মতামত দিয়াছেন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মীর্যা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী সে আমাদের হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সম্পূর্ণ অধীন উম্মাতি জিল্লী নবী হওয়ার দাবী করে। তাহার অত্র দাবীও সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ আমাদের বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) হইতে সিহাহ সিত্তা বা ছয় দপ্তর সহীহ হাদীসে যে বর্ণনা আছে। উক্ত সহীহ হাদীস সমূহের সে সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধিতা করিয়াছে।

অত্র কথা বর্ণনা করার পর হাফেজে হাদীস, বাহরুল উলূম, আল্লামা, পীরে কামেল হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী দুধলী (রঃ) একাধারে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত অনর্গল সহীহ হাদীস মুখস্থ শুনাইলেন। আমি সাথে সাথে অনেকগুলি হাদীস নোট করে নিলাম এবং পূণঃ হাদীসের এবারতসমূহ অনুসারে সিহাহ সিত্তা হাদীস ও অন্যান্য হাদীস সমূহ পাঠ করিয়া নিলাম।

বর্তমান সময় ভন্ড দাগাবাজ নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার গোলাম আহম্মদ কাদীয়ানী রচিত "কিস্তিয়ে নূহ" নামক পুস্তক থেকে সংকলিত "আমাদের শিক্ষা" নামক পুস্তক এবং আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমূদ আহম্মদ এর উর্দু ভাষণ"।

"পয়গামে আহমদীয়াতের" বাংলা ভাবানুবাদ "আহমদীয়াতের পয়গাম" নামক পুস্তক। উক্ত পুস্তক দ্বয়ের বহুল প্রচার দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে। যদি উক্ত পুস্তকদ্বয় ও ওদের অন্যান্য পুস্তক পড়িয়া বহু মানুষ চিরতরে গোমরাহ হইয়া যাইতে পারে বিধায় মুসলমান সমাজকে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার গোলাম আহম্মদ কাদীয়ানীর ধোকা হইতে বাঁচাইবার জন্য অত্র প্রতিবাদ পুস্তক লিখিতে বাধ্য হইলাম। অত্র পুস্তকখানার নাম রদ্দে কাদিয়ানী ১ম খন্ড রাখা হইল।

গ্রন্থকার

নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার

ভন্ড ও দাগাবাজ মীর্জা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানীর রচিত "কিশতিয়ে নূহ" পুস্তক থেকে সংকলিত "আমাদের শিক্ষা" নামক পুস্তকের ১৩ (তের) পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- "তাহার পরে তাহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না।"

আহ্‌মাদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ এর উর্দু ভাষণ পয়গামে আহমদীয়াত এর বাংলা ভাবানুবাদ "আহ্‌মাদীয়াতের পয়গাম" নামক পুস্তকের ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় আছে-

"তাহারা (আহ্‌মাদীগণ) খাতামান নাবীঈন" শব্দ যুগলের যে অর্থ মুসলমান দিগের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত আছে উল্লেখিত আয়াত তাহা সমর্থন করে না। বরং তাঁহাকে পায়রবী করিয়া তাহার আরদ্ধ কাজ সুসম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহারই রুহানী শক্তিতে শক্তিমান হইয়া কেহ উম্মতী নবী-রাসূল হওয়ার মোকাম ও লাভ করিতে পারেন।" উক্ত পুস্তকের ৮ নং পৃষ্ঠায় লিখা আছে-

"তোমরা তাহাকে (আঁ হযরত সঃ কে) খাতামুল আম্বিয়া বলিবে, তাঁহার পরে কোন নবী নাই এ কথা বলিও না।"

আঞ্জুমান আহমাদীয়ার সেক্রেটারী সামসুর রহমান "খতমে নবুওয়াত ও আহমাদীয়া জামায়াত" নামক পুস্তকে লিখেন (পৃষ্ঠা নং ৬, তাং ১৬-১১-৬২ঃ-) "হজরত মৃজা গোলাম আহমদ (আঃ) উম্মাতি জিল্লী নবী হওয়ার দাবী করেন"।

প্রতিবাদ

মীর্জা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানীগংদের উপরোক্ত উক্তিসমূহ সম্পূর্ণ অসত্য এবং ইহা তাহাদের অজ্ঞতা বা ভন্ডামী। কারণ তাদের বর্ণনা বিশ্বনবীর নিজের বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধী। যথা-

১। তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (ترمذى كتاب الرؤيا)

অর্থঃ- হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন- রিসালাত ও নবুয়াতের সিলসিলা খতম করে দেওয়া হইয়াছে। কাজেই আমার পর আর কোন নবী ও রাসূল আসিবেন না। (তিরমিযী কিতাবুর রুইয়া বাবু যিহাবিন নবুওয়াহ)

২। বোখারী শরীফের হাদীসে আছে-

قال النبى صلى الله عليه وسلم ان مثلى و مثل الانبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه و اجمله الا موضع لبنة زاوية فجعل اناس يطوفون به و يعجبون له و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة و انا اللبنة و انا خاتم النبيين - (بخارى كتاب المناقب باب خاتم الانبياء)

অর্থঃ- হযরত নবী (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরী করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করিল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলাবলি করিতেছিল এ স্থানে একটি ইট রাখা হইলো না কেন? কাজেই আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী। (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুয়াতের দালান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এখন এর মধ্যে এমন কোন শূন্য স্থান নাই। যাকে পূর্ণ করার জন্য আবার কোন নবীর প্রয়োজন হইবে। (বোখারী কিতাবুল মানাকিব বাবুল খাতামুন নাবীঈন)

৩। বোখারী শরীফের হাদীসে আছে-

قال النبى صلى الله عليه و سلم كانت بنو اسرائيل تسوم هم الانبياء كلما هلك نبى خلف نبى انه لا نبى بعدى سيكون خلفاء (بخارى كتاب المناقب باب ما ذكر بنى اسرائيل)

অর্থঃ- নবী করীম (সঃ) বলেন- বনী ইসরাঈলীদের নেতৃত্ব করিতেন আল্লাহর রাসূলগণ যখন কোন নবী ইন্তেকাল করিতেন তখন অন্য নবী তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী হবে না। হবে শুধু খলিখা। (বোখারী মানাকীব অধ্যায়)

৪। এবনে মাজা শরীফে বর্ণিত আছে –

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا الاحذر امته الدجال و انا اخر الانبياء و انتم الامم وهو خارج فيكم لا محالة (ابن ماجة كتاب الفتن باب الدجال)

অর্থঃ- হযরত রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন- আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাহার উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেন নাই। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয় নাই) এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মত। দাজ্জাল নিঃসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হইবে।

(ইবনে মাজা কিতাবুল ফিতান বাবুল দাজ্জাল)

৫। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلام و نصرت بالرعب و احلت لى الغنائم و جعلت لى الارض مسجدا و طهورا و ارسلت الى الخلق كافة و ختم بى النبيون- (مسلم، ترمذى، ابن ماجة)

অর্থঃ- রাসূল (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন- ছয়টি ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে।

১। আমাকে পূর্ণ অর্থ ব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

২। আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হইয়াছে।

৩। গণিমতের অর্থ সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে।

৪। পৃথিবীর জমিনকে আমার জন্য মসজিদ করা হইয়াছে।

(অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবী ও তাহাদের উম্মতগণের নামাজ বিশেষ এবাদতগাহ ব্যতীত পড়া জায়েজ ছিল না। কিন্তু রাসূল (সঃ) ও মুসলমানগণ দুনিয়ার সমস্ত পবিত্র জমিনে নামাজ পড়িতে পারিবে এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম অর্থাৎ শুধু পানিই নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

৫। আমাকে সারা দুনিয়ার জন্যে রাসূল বানানো হইয়াছে।

৬। আমার উপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেওয়া হইয়াছে। (মুসলিম, তিরমিজী, এবনে মাজা)

(৬) তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে-

قال النبى صلى الله عليه وسلم لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب (ترمذى كتاب المناقب)

মূল অর্থঃ- হুজুর (সঃ) বলেন- আমার পরে যদি কোন নবী হইত তাহা হইলে ওমর ইবনে খাত্তাব সে সৌভাগ্য লাভ করিত। (তিরমিযী কিতুবুল মানাকিব)

৭। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى (بخارى و مسلم كتاب فضائل الصحابة)

অর্থঃ- রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বলেন- আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মুসা (আঃ) এর সাথে হারুন (আঃ) এর সম্পর্কের মত। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই। (বোখারী ও মুসলিম কিতাবু ফাযায়েলিস সাহাবা)

৮। অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما كالمودع فقال انا محمد النبى الامى ثلاثا و لا نبى بعدى (مسند احمد روايت عبد الله بن عمرو بن العاص)

অর্থঃ- আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর বলেন- আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসকে বলিতে শুনিয়াছি, একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনলেন। তিনি এভাবে আসিলেন যেন আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মোহাম্মদ। তারপর বললেন, আমার পর আর কোন নবী নেই। (মুসনাদে আহমদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) এর বর্ণনা)

৯। আবু দাউদ শরীফের হাদীসে আছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدى الا لمبشرات قيل و ما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الحسنة او قال رؤيا الصالحة ـ (مسند احمد روات او الطفيل نسائى، ابو داؤد)

মূল অর্থঃ- রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- আমার পরে আর কোন নবুয়ত নেই। আছে কেবল সুসংবাদ দানকারী কথা সমষ্টি। প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! সুসংবাদ দানকারী কথাগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন, ভাল স্বপ্ন অথবা বললেন কল্যাণময় স্বপ্ন। (মুসনাদে আহমদ, আবুত তোফায়েল বর্ণিত নাসাঈ, আবু দাউদ)

১০। অন্যত্র আছে-

قال النبى صلى الله عليه وسلم انا محمد و انا احمد و انا ماحر الذى يمحى فى الكفر و انا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى و انا العاقب الذى ليس بعده نبى (بخارى و مسلم كتاب الفضائل مستدرك، حاكم كتاب باب التاريخ اسماء النبى صـ)

অর্থঃ- রাসূল (সঃ) বলেন- আমি মোহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফরকে বিলুপ্ত করা হইবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদের হাশরের ময়দানে সমবেত করা হইবে। (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকী আছে) আমি মোহাম্মদ (সঃ) সবারশেষে আগমনকারী। যার পরে কোন নবী আসিবে না। (তিরমিযী কিতাবুল আদাব, বাবু আসমাইন নবী মুয়াত্তা কিতাব আসমাইন নবী, মোসতাদরাক হাকিম কিতাবুত তারীখ বাবু আসমাইন নবী)

কুরআন শরীফে সূরা আল ইমরানে আছে-

و اذا اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به و لتنصرنه قال أقررتم و اخذتم على ذالكم اصرى ط قالوا اقررنا قال فاشتهدوا و انا معكم من الشاهدين ـ(الا عمران – ٨١)

মূল অর্থঃ- আল্লাহ যখন পয়গম্বরদের থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার আদায় করেন। আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত যা কিছু দিয়েছি। অতঃপর তোমাদের নিকট যে কিতাব আছে তার সমর্থনকারী কোন রাসূল আসবে। তবে তোমরা নিশ্চয়ই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং অবশ্যই তাঁহার সাহায্য করিবে। এ

কথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছতো এবং এই বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছতো? তাহারা সকলেই বলিলেন, আমরা স্বীকার করিলাম। আল্লাহ বলিলেন, তবে এখন তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রহিলাম।

বর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট জানা গেল যে, মুহাম্মদ (সঃ)এর পূর্বে প্রত্যেক নবীকে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয়।

এ জন্যই প্রত্যেক নবী তাহার উম্মতকে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর খবর দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনায়ন করা ও তাঁহাকে সাহায্য সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়া যান।

কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এমন কোন ইশারা ও নাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) থেকে এ ধরনের কোন অঙ্গীকার নেওয়া হয় অথবা তিনি উম্মতকে তার পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর খবর দিয়ে তাহাদেরকে তাহার অনুস্বরণ করার নির্দেশ দিয়ে যান। বরং আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে বিশ্বনবী (সঃ)কে সর্বশেষ নবী বলে ঘোষণা করিয়াছেন। আর হুজুর (সঃ) এর পরে মানবের হেদায়াত করার জন্য স্বাধীন নবী বা অধীন নবী আসিবেন না বলিয়া অসংখ্য হাদীসে হুজুর (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন। যথা-

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে-

ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (ترمذى كتاب الرويا باب ذهاب النبوة مسند احمد روايات انس بن مالک)

অর্থঃ- রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- রিসালাত ও নবুয়াতের সিলসিলা খতম করে দেওয়া হইয়াছে। কাজেই আমার পরে কোন রাসূল ও নবী আসিবেন না। (তিরমিজী কিতাবুর রুইয়া জিহা বিন নবুওয়াত মুসনাদে আহমদ আনাস বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত)

*** বোখারী ও মোসলেম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে-**

و انا العاقب الذى ليس بعده نبى -

মূল অর্থঃ- রাসূল (সঃ) বলিয়াছেন- আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষে আগমনকারী হচ্ছে সেই) যার পরে আর নবী আসিবেন না।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে–

عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . سيكون فى امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى و انا ختم النبين لا نبى بعدى (ابى داود كتاب الفتن)

মূল অর্থঃ- হযরত সাওবান বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হইবে। তাহাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করিবে অথচ আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী হইবে না।

এই একই বিষয়বস্তু সম্বলিত আর একটি হাদীস হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে–

حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله -

অর্থঃ- এমন কি ত্রিশজনের মতো মিথ্যাবাদী প্রতারক আসবে তারা প্রত্যেকেই নিজকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করবে।

বায়হাকী শরীফে আছে–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبى بعدى ولا امة بعد امتى (بيهقى كتاب الرؤيا : طبرانى)

অর্থঃ- রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আমার পরে আর কোন নবী নাই। আর আমার উম্মতের পরে আর কোন উম্মত নাই।(বায়হাকী কিতাবুর রুইয়া তাবরানী)

প্রশ্ন হইতে পারে যে, নবী (সঃ) বহুবার এরশাদ করিয়াছেন তাহার পরে কেয়ামত পর্যন্ত কোন নবীই হইবে না। ইহা কুরআন

শরীফের কোন আয়াতে পাইয়া বলিয়াছেন। উক্ত প্রশ্নের উত্তর হইল সূরা আহজাবের আয়াত দৃষ্টে বলিয়াছেন,

(قران شريف سورة احذاب) ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبين و كان الله بكل شيئ عليما ـ

মূল অর্থঃ- কুরআন শরীফের সূরা আহজাবে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেন যে, মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কাহারও পিতা নহেন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আর আল্লাহ সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

সূরা আহজাবে যে পটভূমিকায় "বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ই যে সর্বশেষ নবী" বলিয়া আলোচনা আসিয়াছে তাহা নিম্নরূপ-

আরবে পালক পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে নিজের ঐরসজাত পুত্রের মর্যাদা দেওয়া হইত। পালক পুত্র ঔরসজাত পুত্রের মত মীরাস পাইত। মা-ছেলে ও ভাই-বোন যেভাবে এক সংসারে অবস্থান করতো, পালক পুত্রও তেমনি পালক পিতার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে মিলে মিশে বাস করতো। পালক পুত্র হয়ে যাবার পর রক্ত সম্পর্কের কারণে আত্মীয়দের মধ্যে যে সম্পর্ক কায়েম হইত পালক পুত্র ও পালক পিতার মধ্যেও সে ধরনের সব সম্পর্ক কায়েম হইত। ইহা কুরআনের আইনের বিপরীত ছিল। কিন্তু শত শত বৎসরের রেওয়াজ ও প্রচলনের কারণে মনের মধ্যে যে মর্যাদা বোধ ও হারাম হওয়ার ধারনা শিকড় গড়ে বসেছিল তাকে সহজে মূলোৎপাটিত করা সহজ ছিল না। কার্যত এ প্রথাটি ভেঙ্গে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই রসমটি তাহার রাসূলের মাধ্যমে বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাসূলে করিমের পালক পুত্র হযরত যায়েদ (রাঃ) তার স্ত্রী হযরত জয়নবকে তালাক দিয়ে দিলে। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হযরত (সঃ) হযরত জয়নব (রাঃ) কে বিয়ে করে নিলেন। নিন্দা ও অপবাদের বন্যা বইতে লাগিলো। এমন কি অনেক মোমেন মুসলমানের মনেও নানা ধরনের সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। এ সব আপত্তি অপবাদ-নিন্দাবাদ ও সংশয়ের জবাবে উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন যাহার মর্ম কথা এই যে, (১) মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের মধ্যে থেকে কোন

পুরুষের পিতা নহেন। যার ফলে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার উপর হারাম হতে পারে।

(২) যদি কেহ প্রশ্ন তোলে যে, সে তাঁর জন্য হালাল হয়ে থাকলেও তাকে বিয়ে করার এমন কি প্রয়োজন ছিল?

এ প্রশ্নের জবাবে বলিতে হয় যে, তিনি (হযরত মুহাম্মদ (সঃ)) হলেন আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তায়ালা যে কাজটি খতম করিতে চাহেন নিজে অগ্রসর হয়ে সেইটি খতম করে দেওয়াই হইতেছে তাঁহার দায়িত্ব।

(৩) এ ছাড়াও এটি করা তাঁর জন্য বেশী প্রয়োজন ছিল এ জন্য যে, তিনি শুধু রাসূল ই নন বরং তিনি সর্বশেষ রাসূল। শরীয়তের আইন বিরোধী জাহেলিয়াতের এ রীতি রসমগুলি যদি তিনি বিলোপ সাধন না করিয়া যান, তাহা হইলে তাহার পরে আর কোন নবী আসিবেন না, যিনি এগুলো বিলোপ সাধন করিবেন। তদুপরি উক্ত জয়নবের সাথে রাসূল (সঃ) এর বিবাহ হওয়ার প্রতি আল্লাহর আদেশ ছিল।

বর্ণিত বর্ণনার উপরে প্রশ্ন হইতে পারে যে, হাদীসে আছে, হযরত ঈসা (আঃ) শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন। অথচ বর্ণিত হাদীস সমূহে স্পষ্ট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বিশ্বনবী হুজুর (সঃ) সর্বশেষ নবী তাহার পরে আর কোন নবী রাসূল আসিবেন না। উভয় হাদীসের মধ্যে তারুজ কিভাবে দফে হবে?

ইহার উত্তর আল্লামা যামাখশারী তাফসীরে কাশ্‌শাফে লিখিয়াছেন, হযরত ঈসা (আঃ)কে রাসূল (সঃ) এর পূর্বে নবী বানানো হইয়াছে। পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শরীয়তের অনুসারী হইবেন এবং তাহার কিবলার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবেন অর্থাৎ তিনি হইবেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।

* আল্লামা বায়যাবী (রঃ) তাফসীরে আনওয়ারুত্ তান্‌যীলে লিখেছেন, বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সঃ) হইতেছেন খাতামুন নাবীঈন অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবী। তাহার পরে আর কোন ব্যক্তিকে নবী করা হইবে না। তিনির উপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেওয়া হইয়াছে অথবা তাহার কারণেই নবীদের সিলসিলার উপর মোহর লাগানো হইয়াছে। আর তাহার পরে হযরত ঈসা (আঃ) এর নাযিল

হওয়ার কারণে উপরোক্ত কথায় কোন দোষ আসছে না। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দ্বীনের অনুসারী হয়ে নাযিল হবেন। ইমাম মাহদীর পিছনে নামাজ আদায় করিবেন। নবী (সঃ) এর সাচ্চা ওয়ারীস ইমাম মাহদীকে ইমাম হিসাবে মানিয়া নিয়া তাহার হুকুমে অন্যান্য মুসলিম সৈন্য সহকারে কানা দাজ্জালকে বধ করিবেন।

বিশ্ব নবী সর্বশেষ নবী তাহার পরে আর কোন নবী/রাসূল হবেনা এ বিষয়ে সাহাবা কেরামগণের এজমা।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ইন্তেকালের পরপরই যে সব লোক নবুয়াতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুয়ত স্বীকার করে নেয় তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমতের ভিত্তিতে যুদ্ধ করেন। যথা-

মোসায়লামা কাজ্জাব নিজে নবী হওয়ার দাবী করে অবশ্য সে রাসূল (সঃ) এর নবুয়ত অস্বীকার করে নাই। তার দাবী ছিল তাকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নবুয়তের অংশীদার করা হইয়াছে। সে হুজুর (সঃ) এর কাছে পত্র লিখে। সে উক্ত পত্রে লিখিয়াছিল-

من مسليمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليک فانى اشركت فى الامر معک۔

অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার তরফ হইতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন আমাকে আপনার সাথে নবুয়তের কার্যে শরীকদার করা হয়েছে।

মুসাইলামার লোকেরা যে আজান দিত তাতে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বাক্যটিও বলতো। এইরূপে সুস্পষ্টভাবে রিসালাতে মোহাম্মদী (সঃ)কে স্বীকার করে নেওয়ার পরও তাকে কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত গন্য করা হইয়াছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম তাহাদিগকে মুসলমান বলে স্বীকার করেন নাই। বরং তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যুদ্ধ করিয়াছেন।

মুসাইলামা কাজ্জাব গংদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঘোষণা

করেন- তাদের মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদিগকে গোলাম বানানো হবে। কার্যতঃ তাহাই দেখা গেল অর্থাৎ গ্রেফতার করার পর তাদেরকে গোলামই বানানো হইয়াছিল।

হযরত আলী (রাঃ) তাদের মধ্য থেকেই এক যুদ্ধ বন্দিনীর মালিক হইয়াছিলেন। আর ঐ যুদ্ধবন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র "মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া" হইলেন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি।

বিঃ দ্রঃ- বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি কখনও যুদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে শরীয়াতের তথা ইসলামের আইন অনুযায়ী তাহাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম বানানো যাইবে না। এমন কি জিম্মিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে গ্রেফতার হওয়ার পর তাদেরকে গোলাম বানানো যাইবে না। অথচ সাহাবাগণ ভন্ডনবী গংদের বন্দী হওয়া মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে গোলাম বানাইয়া ছিলেন। ইহার মূল কারণ বিশ্ব নবীর পরে কেহ নবী হওয়ার দাবী করিলে ঐ ব্যক্তিও তাহার অনুসারী মুসলমান থাকে না বরং কাফের হইয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফার বাণী

* হযরত ঈমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর যুগে এক ব্যক্তি নবুয়তের দাবী করে। সে বলে- আমাকে সুযোগ দাও আমি আমার নবুয়াতের সাংকেতিক চিহ্ন পেশ করবো। অত্র কথা শুনিয়া ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বললেন- যে ব্যক্তি এর কাছ থেকে কোন সাংকেতিক চিহ্ন তলব করিবে সেও কাফের হইয়া যাইবে। কারণ রাসূল (সঃ) বলিয়াছেন আমিই শেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী নাই।

(মানাকিব ইমাম আযম আবু হানিফা ইবনে আহম্মদ মক্কী লিখিত)

প্রশ্নঃ- যেরূপ ইহুদীগণ ও নাসারাগণ মোসলমানগণকে ঈমানদার বলিয়া স্বীকার করে না, তদ্রূপ কাদিয়ানীগণও কি আমাদেরকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত মোসলমানদেরকে ঈমানদার বলিয়া স্বীকার করে না?

উত্তরঃ আহমদিয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা মীর্জা বশির উদ্দীন মাহমুদ তার লিখিত "আনোয়ারে খেলাফত" নামক পুস্তকের ৯০তম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمد۔یوں کو مسلمان نہ سمجھے اور

ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالی کے ایک نبی کے منکر ہیں (انوار خلافت : صـــ ۹۰)

অর্থঃ– কাদিয়ানীদের দ্বিতীয় খলিফা মীর্জা বশির উদ্দীন মাহমুদ লিখেন যে, "আমাদের কর্তব্য এই যে, যাহারা আহমদী (ধর্ম অবলম্বী) নহে তাহাদিগকে যেন মোসলমান (ঈমানদার) ধারণা না করি। তাহাদের পিছনে যেন নামাজ না পড়ি। কারণ তাহারা আল্লাহ তায়ালার এক নবী (গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে) অস্বীকারকারী"।

অতএব বর্ণিত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হইল যে, মির্জা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী চরম মিথ্যাবাদী ও ভন্ড দাগাবাজ সে বিশ্বনবী (সঃ) এর বিরোধী। গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী ও তার খলিফা গং এবং তার অনুসারীরা আকায়েদের মাসয়ালায় পুরাপুরী ভুলে থাকার কারণে ইহারা মোসলমানদের (হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারী মোসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নহে।

সমাপ্ত

দুধল পীর সাহেবের দরবারের আজীমুশ্বান মাহ্‌ফিল প্রতি বৎসর ৭, ৮ ও ৯ই ফাল্গুন।

দুধল পীর সাহেবের দরবারের মাসিক সভা প্রতি বৎসর ২১, ২২ ও ২৩শে কার্তিক।

দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য পাঠ করুন

ইসলাম জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী লিখক, মুজাদ্দিদে আ'জম, পীরে কামেল আলহাজ্জ শাহ্ছূফী

মাওলানা মোহাম্মদ হাতেম আলী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের

বাংলা ভাষায় লিখিত

১। কুরআন শরীফের বাংলা তাফছীর ---------- ১ থেকে ৫ পারা (বাকী যন্ত্রস্থ)
২। শরীয়ত বা ইসলাম ধর্ম ----------
৩। তাছাওউফ শিক্ষা ---------- ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত
৪। নাস্তিকতার প্রতিরোধ ----------
৫। ইসলাম শিক্ষা ---------- ৩ খন্ড
৬। এজহারে হক ---------- ৭ম খন্ড
৭। দুরমূজ চূর্ণ ----------
৮। ফিকাহ শিক্ষা এবাদত ও মোয়ামালাত খন্ড ----------
৯। শরীয়তের দৃষ্টিতে ধূমপান ----------
১০। তাবলীগ ---------- ৫ম খন্ড
১১। সত্য প্রকাশ বা ধূমবিনাশ পুস্তিকার প্রতিবাদ ----------
১২। আহওয়ালে আখেরাত ---------- ৩ খন্ড
১৩। পর্দা ----------
১৪। এবাদতে রূহানী, জিছমানী ও মালী ----------
১৫। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র ---------- ৯খন্ড
১৬। তরিকত শিক্ষা ---------- ২ খন্ড
১৭। এছলাহে কলব ----------
১৮। রদ্দে কাদিয়ানী ----------